OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 33
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 292 - 299
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 292 - 299
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

রূপসী বাংলা : প্রাকৃত অপ্রাকৃতের দ্বৈতসংবাদ

ড. বন্দনা দত্ত চৌধুরী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
জনতা কলেজ, কাবুগঞ্জ, আসাম
Email ID: bandanadc16@gmail.com

Received Date *15. 06. 2026*
Selection Date *15. 07. 2026*

Keyword
Root, Beauty, Signifier, Signified, Connotation, Dialogue, Subtle.

Abstract

In the discussion on the nature of the goddess's nature-like image named Ruposhi in Jibanananda's Ruposhi Bangla poetry collection, we have tried to shed light on the poet's representation of Rural Bengali nature, the poet's desire to be close to be border of the meta-natural, his uplifting mentality or poetic imaginary intellectual intension of cross the finite towards infinite and how the naturalization has embarked on a journey in search of the metanatural by adopting nature in a comparative discussion with other poets, the inter-scientific orientation of the poetry collection and the connection between research methods and methodology and in conclusion, the search for the seed of care in herent in poetry, the journey towards its apparent end, all that could be said in this summary of the context.

As a methodology the leading lens of the development of the discourse is the deconstructionist theory, the bio-centricism theory, the theory of semiotics, the ecofeminism etc.

Through the adequate development of the discourse, the pleasure of the constant interchanging of the signifier and signified will be realized. The dialogue between utterance and silence through the arbitrary relation and the free play of the signifier and signified.

Discussion

ভূমিকা : পরিবেশ দিবস উপলক্ষে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চ কাছাড় জেলায় চর্যাপদের প্রথম পদের উল্লেখ করে বলা হয়, বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদের প্রথম পদই লুইপাদের 'কা আ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।' অর্থাৎ, বাংলা সাহিত্যের শুরুই হচ্ছে বৃক্ষবন্দনার মধ্যে দিয়ে, যেখানে রূপ অরূপ দুইয়ের মধ্যে সহৃদয় সংবাদেই আনন্দের সন্ধান করা হয়েছে।

সঙ্গর্ভের উদ্দেশ্য :

(ক) প্রাকৃতায়নের বার্তা ও উত্তরায়ন মনস্কতায় প্রাকৃত অপ্রাকৃতের দ্বৈতসংবাদ : সৌন্দর্যের অভিপ্রয়াণ।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 33
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 292 - 299
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

(খ) রূপসী বাংলা কাব্যগ্রন্থেরআন্তর্বিদ্যা অভিমুখ।

(ক) প্রাকৃতায়নের বার্তা ও উত্তরায়ন মনস্কতায় প্রাকৃত অপ্রাকৃতের দ্বৈতসংবাদ : সৌন্দর্যের নির্মাণ বিনির্মাণ।

রূপসী বাংলা নামকরণে যে রূপসী শব্দ, এ শব্দটি শুধুমাত্র অর্থেরই দ্যোতক নয়। যা সুন্দর তাই শিব সেই কল্যাণেরই দ্যোতক। বাংলা শ্রীহট্ট অঞ্চল এবং ঈশান বাংলা নামক বরাক অঞ্চলে রূপসী বৃক্ষের যে পুজোর প্রচলন সেখানে দেবী দুর্গার প্রাকৃতায়িত রূপ এর পুজো আমরা লক্ষ করি। সন্তানের জন্মের পর একমাস অতিক্রান্ত দিবসে যে ব্রত উদযাপিত হয় এবং বিবাহকালে এই রূপসী ব্রত উদযাপিত হয়। সেখানে রূপসী বৃক্ষতলে ব্রতীগণদ্বারা সন্তানের দীর্ঘ জীবনের আয়ু আরোগ্যের এবং বিবাহকালে সুখী আরোগ্যময় দীর্ঘ দাম্পত্যের আনন্দময়, সুসন্তানময় যুগ্ম, যৌথ জীবনের প্রার্থনা করা হয়। রূপসী নামে এই কল্যাণময় সৌন্দর্যের বার্তা কীভাবে সমগ্র প্রাকৃতায়নের বার্তায় উপস্থাপিত, সে বিষয়টি সমগ্র রূপসী বাংলা কাব্যে সঙ্কেতের গ্রন্থণায় সামগ্রিক অর্থের প্রবণতায় ক্রম অগ্রসরমান দ্যুতি ছড়িয়েছে ধীরে। এবার লক্ষণীয় বিষয় হল, যে কোনও বড় মাপের রচনার মতো রূপসী বাংলা শিরোনামকেও কবি কাব্যের ক্রমঅগ্রসরমানতায় ভেঙে বিশেষভাবে নির্মাণ করেছেন। কাব্যজুড়ে যে হেমন্তের নশ্বরতা, বর্ণহীনতার অবসানের চিত্রকল্প তাতে যেন রূপসী শিরোনামকে কবি ভেঙে দেন অসুন্দরের উপস্থাপনায়। কিন্তু জাঁক দেরিদার বিনির্মাণবাদকে হাতিয়ার করে ভাঙনকে পেছনে ফেলে যখন সম্মুখে নির্মাণের পানে চাই তখন এর বিশেষ নির্মাণের তাৎপর্যকে অনুধাবণের লাবণ্যে চেনা যায় বয়ন অন্তর্বয়ণের বিনিময়ী পাঠ উদ্ধারে।

> "তাঁর উপন্যাসের নায়িকারা নির্দয়, রাগী ও হৃদয়হীন। তারা কোনও কোনও ক্ষেত্রে এতটাই বিষয়বুদ্ধি দ্বারা তাড়িত যে, নায়কদের তুলনায় তারা নিষ্প্রভ। নায়ককে তারা অত্যাচারে জর্জরিত করে। অনেক ক্ষেত্রেই তারা যেন রক্তমাংসের মানবী হয়ে ওঠে না। আবার, তার পাশাপাশি কবি এমন এক নারীমূর্তির কল্পনা করেন যে একই সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা, রূপকথার রাজকন্যা আর বাংলার কোমল হৃদয় রমণী। আসলে তাঁর কল্পনার প্রেয়সীকে পরিপূর্ণ রূপ দেওয়ার জন্যেই প্রতিকল্প হিসেবে তৈরি করেন সুতীর্থ-এর মণিকা, 'মাল্যবান'-এর উৎপলা, 'প্রেতনীর রূপকথার মালতী', 'বাসমতীর উপাখ্যান'-এর সুনীতি।"[১]

কবির মানস প্রতিমা বিনতাই কিন্তু ঘুরে ফিরে আসে তাঁর কবিতায় নারীর আদিকল্প হয়ে।

"—তবুও একটি নারী ভোরের নদীর
জলের ভিতরে জল চিরদিন সূর্যের আলোয় গড়াবে।"

সুতরাং কোনও এক নারী মুখ্য ভূমিকা নেয় তাঁর (স্বভাব, সাতটি তারার তিমির)।

কবি-জীবনে, সবপেয়েছির দেশের ইশারা ছিল যার চোখে। সে-ই বনলতা সেন, সরোজিনী, শেফালিকা, শ্যামলী, সুরঞ্জনা, সুচেতনা হয়ে ফিরে ফিরে আসে।

আকাশে সাতটি তারা কবিতায় সেই কল্যাণীর চাল ধোয়া ভিজে হাত আমরা পাই।

"পৃথিবীর কোনও পথে; নরম ধানের গন্ধ— কলমীর ঘ্রাণ,
হাঁসের পালক, শর, পুকুরের জল, চাঁদা সরপুঁটিদের
মৃদু ঘ্রাণ, কিশোরীর চাল-ধোয়া ভিজে হাত-শীত হাতখান।"

চাল ধুয়ে যে চালের রেণু হাতে লেগে থাকে Semiotics Study বা চিহ্নতত্ত্বের অধ্যয়নের ভাষায় তাকে চিহ্ন (Sign) বলতে পারা যেতে পারে। চাল ধোয়া জল যদি মাধ্যম চিহ্নায়ক (Signifier) হয় তাহলে যখন চিহ্নায়িতের (Signified) অনেকার্থদ্যোতক বহুমুখিনতায় পৌঁছাই তখন ওই শীত হাতখান কোনও শৈত্যের জাড্যের দ্যোতক না হয়ে যেন পুকুরের জল চাঁদা শরপুঁটিদের মতো প্রাকৃতায়নের স্নেহ সুশীতল স্নেহময়ীর কল্যাণ-হস্ত হয়ে দ্যোতিত হয়। আবার, কিশোরের পায়ে দলা মুথাঘাসে যেন বৃন্দাবনের পল্লীপ্রকৃতির সুস্মৃতিকে অবহেলায় দর্পিত পদবিক্ষেপে দলিত করে সেদিনের সেই কিশোরের মথুরার ঐশ্বর্যের পথে ধাবমানতায় বিরহী হাতের দ্যোতনা হয়েও ফিরে আসে। যে মৃত পতি কোলে অনন্ত ভাসানে বিরহী বেহুলার প্রসঙ্গ বারবার ফিরে আসে। যে লক্ষীন্দরের আপাত মৃত্যু হতে পুনর্জীবনের পরিক্রমাকে জাঁক

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 33
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 292 - 299
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দেরিদার Differment আর Dafferment এর তত্ত্বের আলোয় অনুধাবণ করতে পারি, অনুভব করি মুলতবি রাখার এই দর্শনকে। চাল যা দেহকে পুষ্টি দেয় সেই চাল ধোয়া জলের অনুপস্থিতিতে চালের রেণুর চিহ্ন দেহভাবনার আভাস এর দ্যোতক হয়ে দেহাতীতকে ছুঁয়ে দেখার ব্যঞ্জনায় বিবর্তিত হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে দেশের লোক চাল বা ভাতকে অন্ন হিসেবে গ্রহণ করেন না তাদের কাছে এই চাল ধোয়া ভিজে হাত কীভাবে কোন দ্যোতনা নিয়ে দ্যোতিত হবে। সে চিত্রকল্প তো সেই ভাতহীন-চালহীন দেশ বা রাষ্ট্র বা ভূখণ্ডে দ্যোতিত হতে গিয়ে চিহ্ন বা চিহ্নায়ক হিসেবে বাধাপ্রাপ্ত হবে। মনে প্রশ্ন জাগে, তবে কি আমাদের সংস্কৃতিতেও একটি যান্ত্রিকতা আছে। এ মর্মে রোলাবার্ত তাঁর Elements of Semiology গ্রন্থে দেখিয়েছেন কীভাবে ভাষা সংস্কৃতির অন্তর্বৃত সঙ্কেত তার ব্যঞ্জনাশক্তিতে বৈচিত্র্যের বহুত্বে যথালব্ধ সংস্কৃতিকে সম্প্রসারিত করে কল্পনা প্রতিভা আর ধারণার সৌন্দর্যে। রোলাঁবার্ত বলছেন—

> "Which explains how the some Lexie (or large unit of reading) can be deciphered differently according to the individuals concerned without ceasing to belong to a given language, several Lexicons and consequently several bodies of signified— can co-exist within the same individual determining in each one more or less deep reading."[২]

নিবিড় পাঠে সেই একই চিহ্নে সহাবস্থান করা অনেকার্থদ্যোতক চিহ্নায়িতের বহুবর্ণচ্ছটার প্রতিফলনকে বুঝে নেওয়া যেতে পারে।

"মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমন হিজল-বট-তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ
দেখেছিল; বেহুলাও একদিন গাঙুরের জলে ভেলা নিয়ে—
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়—
সোনালী ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিলো, হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিলো, — একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিলো ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিলো পায়।"

বিনির্মাণবাদী অংশ আর সমগ্রের দ্বিসংবাদিক গ্রন্থনাকে বিশ্লেষণ করে এগিয়ে গেলে বেহুলার এই ক্রন্দন স্বামীহারা বিরহী ভাসমানতাতে লক্ষীন্দরের কোনও শারীরিক মৃত্যু আমাদের কাছে দ্যোতিত হয় না। বরং আপাতত মুলতবি রাখার তাত্ত্বিক গ্রন্থনায় যেন এক রাষ্ট্রকাঠামোর ভাঙনের মধ্য দিয়ে নতুন বিশেষ নির্মাণকে লক্ষ করি। বেহুলা বা বিপুলা নামে যে বিশালত্ব সেই বিশালতার অধিকারী হয়েই সে কলাইর ডাল সেদ্ধ করার পরীক্ষায় পাশ করেছিল। যে প্রেমের বিজয়ী শক্তিতে সে চাঁদ সদাগরের কাঠিন্য অনমনীয় মনসা বিদ্বেষে নমনীয়তা এনেছিল। আলু, পটল সেদ্ধ হলে কী হয়? নরম হয়। বিদ্যাসাগরের প্রতি সেই প্রশ্ন ও উত্তরের সহযোগে আমরা যেন লক্ষ করি বেহুলা কীভাবে অসিদ্ধি হতে সিদ্ধির যাত্রায় প্রেমের বিশালতায় উত্তরণের পাঠ দিলেন। প্রাকৃত-অপ্রাকৃতের দ্বিসংবাদে আমাদের কবি জীবনানন্দও যেন সেই জিনিস, যে জিনিস হৃদয়ে বেঁচে থাকে নিভৃতে তার সন্ধান দিলেন। লক্ষীন্দরকেও মৃত হতে অমৃতত্ত্বে উত্তরণ ঘটালেন কামনা হতে প্রেমে, কামনায় পরিক্রমা করে প্রেমে এই উত্তরণের অনন্ত ভাসানে গাঙুরের জলে ভেসে চলেছে সমস্ত বিশ্বসংসার, প্রকৃতিতে এই চলমানতা হাজার বছরের সৃষ্টির আদিকাল হতে যেন সেই অপ্রাকৃতের কণ্ঠলগ্ন হতে। চাল ধোয়া ভিজে হাতে যেমন চালের রেণু চিহ্ন হয়ে লেগে থাকে ঠিক তেমনি প্রাকৃতকে পুরো মুছে ফেলে নয়, প্রাকৃতের চিহ্ন সঙ্গে নিয়ে পরাপ্রকৃতির অন্তহীন চিহ্নায়িতে পৌঁছাতেই কবির যাত্রা।

"ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাঙলার নদীমাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়ে।"

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 33
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 292 - 299
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

'মদনভস্মের পূর্বে মদনভস্মের পরে' কবিতার ব্যাখ্যাকে যখন স্মরণ করি মনে পড়ে কবির ব্যাখ্যা কীভাবে প্রাকৃত হতে অপ্রাকৃতে যাত্রায় রতি বিলাপ করে। কবিতাতে যেমন রবিঠাকুরে সম্প্রসারিত নতুন নির্মাণ লক্ষ করি ঠিক তেমনি কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নীরার অসুখ কবিতা যদি মনে করি নীরার অসুখ হলে কলকাতার সবাই বড় দুঃখে থাকে।

"সূর্য নিভে গেলে পর, নিয়নের বাতিগুলি
হঠাৎ জ্বলার আগে জেনে নেয়
নীরা আজ ভালো আছে?
গীর্জার বয়স্ক ঘড়ি, দোকানের রক্তিম লাবণ্য-ওরা জানে নীরা আজ ভালো আছে।"

কিংবা সৈয়দ ওয়ালীওল্লার কাঁদো নদী কাঁদো উপন্যাসের কথা মনে করলে দেখি, নদীর কান্না সবাই শুনতে পায় না, কেউ কেউ পায়। একটি কথা আছে যে, গান সে-ই শুনতে পায় যে গান শুনতে চায়। অন্য কেউ শুনতে পায় না। প্রকৃতির স্পন্দনও তিনি শুনতে পান, যিনি সে স্পন্দনের সহযোগী হতে চান। কবির স্পন্দনে সে ক্রন্দনরোল স্পন্দিত হয়েছে বলেই তিনি শুনতে পেয়েছেন নদী ভাঁটফুলের ক্রন্দন। যে আধিপত্যবাদী সাহিত্য, সাহিত্য ভাষার প্রতিস্পর্ধী ভাষা হিসেবে দেশজ উত্তর আধুনিকতাবাদী তত্ত্বের উত্থান, সে তত্ত্ব যে শুশ্রূষার কথা বলে কবির এই প্রাকৃতায়নের বার্তায় সে উত্তরণের দিকনির্দেশ লক্ষ করি কবিতার অন্তর্বস্তুর মতো গঠনেও শিল্পের অন্তর্লীন সামঞ্জস্য (Intricate Symatry of art) বোধের সুনিপুণ কৌশলে, শৈলীতে কবি সেই আসন্ন শুশ্রূষার বার্তা শোনালেন।

রূপসী বাংলা কাব্যজুড়ে যে হেমন্ত ঋতুর বর্ণনা, যে বর্ণহীনতার আভাস, শ্মশানচিতা হতে নশ্বরতার বিচিত্ররূপ সে চিত্ররূপ লক্ষ করলে যেন রূপসী শব্দের বিপরীত চিত্রই পাই। ইতিপূর্বের সমালোচকদের আলোচনায় হেমন্তের এই নশ্বরতার কথাই মান্যতা পেয়েছে।

কিন্তু কীভাবে হেমন্তের নশ্বর রূপ হতে চিহ্নগুলোকে খুলে নিয়ে কবি তাঁর ইতিবাচক নন্দনে পৌঁছাতে, অবিনশ্বর অনন্ত চিহ্নায়িতের কাজে লাগিয়েছেন সে বিষয়টি পাঠোদ্ধারে জেনে নিলে বিনির্মাণবাদকে হাতিয়ার করে জীবনানন্দের রূপসী বাংলার প্রাকৃত আর অপ্রাকৃতের এই দ্বিমুখী আবর্তনকে বুঝে নিতে পারি। যেখানে রূপসী বাংলায় চিলের সোনালি ডানাকে খয়েরি হয়ে আসতে দেখে অনেক সমালোচকেরই মনে হয়েছে এ মৃত্যুর সঙ্কেত। কিন্তু Colour Codification বা রঙের সাঙ্কেতিকতাকে লক্ষ করলে এবং কবিতার সঙ্কেতের গ্রন্থনাকে বিশ্লেষণ করে ওই রঙময়তার সাংকেতিক বিশ্লেষণে অগ্রসরমানতায় ওই চিলের ডানার খয়েরি রঙকে আর মৃত্যুর দ্যোতনা বলে মনে না হয়ে পরিপক্কতা মনে হয় যে সোনালি রঙ ঐতিহ্যের প্রতীক সেই ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণ কবিতার গ্রন্থনায় লক্ষ করে পরিপক্কতার দর্শনকে বুঝতে পারি। 'বনলতা সেন' এ যেমন দেখি 'ডানায় রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল' - এই মুছে ফেলা তো কোনও নিরাকৃত করা নয়। জীবনের তাপিত পরিক্রমার প্রেম-অপ্রেম এর যাত্রা শেষে প্রেমাতীত পরিপক্কতার নীড়ে ফেরা। হেমন্ত শব্দের অর্থ শিব, হেমন্ত চণ্ডী। জীবনানন্দ সমালোচকগণ যে সমান্তরাল কল্যাণময় হাতে আর ভয়ঙ্করী ডাইনির অপ্রেমের হাত লক্ষ করেছেন সেই ভয়ঙ্করীও সন্তাপহারী রূপেরই ভয়ঙ্করী প্রকাশ বলে কবির কাব্যগ্রন্থের উত্তরায়ণ-মনস্কতাকে চিনিয়ে যায় ধীরে। হেমন্ত মানে শিব হেমন্ত মানে চণ্ডী সন্তাপহরা। রূপসী বাঙলায় প্রকৃতায়ন সেই দহনরোধী শেকড়ের বারতার কথা জানায়। শব থেকে শিব হয়ে ওঠায় নারীর সহযোগী সত্তা হয়ে ওঠার কথা জানায়। রোদ শুধু তো সন্তাপ নয় প্রেমের উত্তাপও। সেই উত্তাপকে সঙ্গে করে প্রেমাতীতে যাত্রার উত্তরণ। কাব্যগ্রন্থের এই দিকটিকে বুঝতে গেলে যে শুধু প্রতিটি কবিতার চিহ্নায়নকে বিনির্মাণের আয়ুধ সঙ্গে নিয়ে ভেঙে ভেঙে চিহ্নায়িতে পৌঁছাতে হবে তাই নয় কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি কবিতাই একেকটি অংশ হয়ে কীভাবে সমগ্রের প্রবণতায় অনেকার্থদ্যোতক চিহ্নায়িতে পৌঁছাচ্ছে সে দিকটিও দেখতে হবে। 'গোলপাতা ছাউনির বুক চুমে' কবিতায় দেখি কবি বলছেন—

"চুমো খেতে চায় মাছরাঙাটির পায়,
একটি ইট ধ্বসে-ডুবজলে ডুব দিয়ে কোথায় হারায়

—আজ আর কেউ এসে চাল-ধোয়া হাতে
—শুকনো পাতা সারাদিন থাকে যে গড়াতে,

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 33
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 292 - 299
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কড়ি খেলিবার ঘর মজে গিয়ে গোম্বুরার ফাটলে হারায়।
ভাঁট আশশ্যওড়ার বন

— বুঝিনাকো চিল কেন কাঁদে,
পৃথিবীর কোনো পথে দেখি নাই আমি; হায়
— সৌদা পথ- বাঁশের ঘোমটা মুখে বিধবার ছাদে
লে গেছে- শ্মশানের পরে বুঝি; সন্ধ্যা আসে সহসা কখন,
সজিনার ডালে পেচা কাঁদে নিম-নিম-নিম কার্তিকের চাঁদে।”
রূপসী বাংলা কাব্যগ্রন্থের আন্তবিদ্য অভিমুখ।

লক্ষণীয় সেই চাল ধোয়া হাত আজ আর আসে নাকো, সে হাতের জায়গায় ডাইনির মতো হাত তুলে তুলে - আশশ্যাওড়ার বন বাতাসে কি কথা কয় কবি বোঝেন না, কবি বোঝেন না চিল কেন কাঁদে, এই ভাঁট বেহুলার পায়ে ঘুঙুর হয়ে যখন কেঁদেছিল সে ক্রন্দন কবি শুনতে পেয়েছেন যেভাবে কাঁদো নদী কাঁদো-তে সৈয়দ ওয়ালীওল্লার যে চরিত্রদের বুকভরা কান্না, তারাই নদীর কান্না শুনতে পায়।

এই ভয়ঙ্করী আর কল্যানীর শ্বেত, বর্ণহীন চিত্ররূপ আর বর্ণময়তার, জীবন-মৃত্যু, প্রেম প্রকৃতির সমান্তরাল উপস্থাপনায় কবি এক সমগ্রকে ধরতে চেয়েছেন, কড়ি খেলবার ঘর মজে গিয়ে গোক্ষুরার ফাটলে হারায় আবার কার্তিকের চাঁদ-এর বর্ণনায় কড়ি খেলিবার ঘরের মজে যাওয়াকে কোনও ভাঙন বা বিচ্ছেদের দ্যোতক হিসেবে না দেখে এক দ্বিধার আর সমান্তরালতার রৈখিকতায় মিশে যাওয়া বলে যেমন অনুমান হয় ঠিক তেমনি বিধবার মতোন কথায় কোনও বিধবার কথা না বলে সাদৃশ্যের ইঙ্গিতে এবং শ্মশানে বুঝি কথায় কোনও শ্মশানের শূন্যতাকে না বুঝে অনেকটা সাদৃশ্যের অনুমানের ইঙ্গিতে এই রূপহীনতাকে আপাত কোনও বিচ্ছেদের পার্থক্যকে সমান্তরালতায় এক দ্বিসংবাদিক নির্মাণ বা প্রত্যাবর্তন এর সঙ্গে অন্বিত হওয়ার যাত্রা বলে চিনে নিতে পারি যেন। রোল্যাঁ বার্ত তার গ্রন্থে সৌন্দর্যের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে সৌন্দর্যকে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে সজ্ঞায়িত করা যায় না কোনো উপমা ছাড়া যেমন কীসের মতো সুন্দর? উত্তর- শুক্রের মতো। শুক্র কীসের মতো সুন্দর তখনই নিরুত্তর হতে হয়। সেই নীরবতার পরিসর হতেই অনন্ত সম্ভাবনার অনেকার্থ দ্যোতক চিহ্নায়িতের যাত্রা শুরু হয়। পেঁচা কাঁদে নিম নিম কার্তিকের চাঁদে - এই কার্তিক মাস ঘুরেফিরে বারবার নানা শব্দবন্ধে কাব্যগ্রন্থে এসেছে। কার্তিক মাসকে দামোদর মাস বলা হয়। নাড়ির টানে যেন বারবার ফিরে আসতে চেয়েছেন কবি তাঁর জন্মভূমিতে। গোক্ষুরার ফাটলের মতোই বহুমাত্রিক দ্বিমুখীতার এক পূর্ণের অভিসারই যেন চিহ্নায়িত। রূপসী বাংলা কবি লিখেছেন ১৯৩৪-এ। ভারত-পাকিস্তান ভাগ কবির রূপসী বাংলা দেখেনি। তবু বারবার বাংলা ভাগও কি সেই গোক্ষুরার ফাটলের মতো বাংলার নিয়তি নয় দেশভাগ যে সেই গোক্ষুরারই দ্বিধাবিভক্ত গতি। ‘বাংলায় কাঁদে বিপুলা ভেলা দেশ বিভাগের শ্মশানে’ — তবু যেমন কবি শেখর দাশের ‘বিন্দু বিন্দু জল’ উপন্যাসে সুরবালা জলভরা ঘড়া কাঁখে উঠে আসেন চিতাভস্মে শান্তিবারির স্পর্শময় পদক্ষেপে কবি ‘রূপসী বাংলার’ প্রাকৃতায়নেও সব ভাঙন সব সন্তাপে শান্তিবারিতে দহনরোধী শুশ্রুষার উত্তরণে শেকড়ে জলের ঘ্রাণ ছড়ান।

“মনে হয় একদিন আকাশের শুকতারা দেখি না আর!
জানি না সে চিনি আর শাদা তালশাঁস
হাতে লয়ে পলাশের দিকে চেয়ে দুয়ারে দাঁড়ায়ে রবে কি না...
মৃত্যুরে কে মনে রাখে?...
দিন তার কেটে যায় শুকতারা নিভে গেলে কাঁদে কি আকাশ?”

দেশভাগ যেমন সব কেড়ে নিয়েও আবার নতুন জাগরণে দৌড়িয়েছে, মানুষ পরাজিত হলেও পর্যুদস্ত হয় না মৃত্যুরে ভুলে কীর্তিনাশা— যেভাবে স্মৃতি-বিস্মৃতির দোলাচলে বসুমতী এগিয়ে চলে বিন্দু বিন্দু জল উপন্যাসে, পিছনের অবিরল মৃত চর বিনা দিন তার কেটে যায়। এ যে কোনও অবসানের কথা নয় সে প্রতিটি কবিতাকে একক বাচন হিসেবে চিহ্নের বিনির্মাণে বুঝে নিলে দেখি বারবার নীল রঙের দ্যোতনা মৃত্যুচেতনাকে দ্যোতিত করলেও অপরাজিতার মতো নীল

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 33
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 292 - 299
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

যেন অনন্ত অমরের সফলতায় পরিক্রমাকে সার্থক করতে অগ্রসরমাণ। এই চিহ্নায়িতের বহুত্বের ব্যঞ্জনাকে আরও সার্থকতার মাত্রা দেয় বল্লাল সেন, রায়গুণাকর, দেশবন্ধু, চণ্ডীদাস রামপ্রসাদের উপস্থাপনা। লহনা খুল্লনা বেহুলার উপস্থাপনা। কীর্তন যাত্রাপালার লোকায়ত মোটিফ।

ঐতিহ্যের এই পুনর্নির্মাণ সেই মৃত্যুচেতনাকে জীবনমুখী আবর্তনের দ্বিমুখিনতাকে পার্থক্য আর সমান্তরালতার দ্বিসংবাদের আবিষ্কারে বুঝে নিতে হয় বুঝি। শিব শবরূপে শক্তির পদতলে শুয়ে শক্তির স্পর্শে শব হতে শিবে যাত্রা করেন সেই শক্তিই সতীর শবরূপী শীতলতায় নৃত্যরত শিবের কাঁধে ত্রিভুবনে ছড়িয়ে যান। উমার প্রেমের গন্ধ পেয়েছে সে--- চন্দ্রশেখরের মতো তার জট উজ্জ্বল হয়েছে তাই সপ্তমীর চাঁদে আজ পুনরাগমনে এই পুনরাগমন শুধুমাত্র মিলনে আছিলে বাঁধা শুধু এক ঠাঁই। বিরহে টুটিয়া বাঁধা আজ বিশ্বময় ছাড়ায়েছ প্রিয়ে তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে, স্পর্শ হতে স্পর্শহীনতায়, রূপ হতে অরূপে যাত্রা নয় পুরুষ প্রকৃতি উভয়ের শব হতে শিব, মৃত অমৃতে যাত্রায়, প্রাকৃত হতে অপ্রাকৃতে আর অপ্রাকৃত থেকে প্রাকৃতে এক দ্বিমুখী আবর্তনকে দেখিয়েছেন। হেমন্তের নশ্বরতাই শেষ কথা নয়, এর নশ্বরতার অভিধায় অবিনশ্বরের ব্যঞ্জনাকে পাঠক পৌঁছান ঐতিহ্যের অনুস্মৃতির চিহ্নায়কের গ্রন্থনায়। এই নশ্বর অবিনশ্বরের দ্বিমুখী আবর্তন বা (Binety reversal) অর্ধনারীশ্বরের উপস্থাপনায় দ্যোতিত—

"— ফেলে গাঙচিল শালিখের প্রাণ
— তবু যেন মরি আমি এই মাঠঘাটের ভিতর,
কৃষ্ণা যমুনার নয়— যেন এই গাঙুরের ঢেউয়ের আঘ্রাণ
লেগে থাকে চোখে মুখে— রূপসী বাংলা যেন বুকের উপর
জেগে থাকে; তারই নীচে শুয়ে থাকি যেন আমি অর্ধনারীশ্বর।"

জীবনানন্দের সমস্ত রচনাজুড়ে যে কুৎসিতের আনাগোনা, যে লাশকাটা ঘর, থ্যাঁতা ইঁদুরের মতো রক্তমাখা ঠোঁট, থুরথুরে অন্ধ পেঁচা, শ্মশান চিতা, প্রেতিনীর উপাখ্যানে প্রেতিনীর মতো কান্না ইত্যাদি উপমা লক্ষ করে আমরা বুঝতে পারি এই বর্ণনার অভিধাশক্তিকে অবলম্বন করে তিনি এক ইতিবাচক আরোগ্যের, এক শুশ্রুষার অলিন্দে পৌঁছাতে চেয়েছেন। আপাতদৃষ্টিতে এই শব্দানুষঙ্গগুলোকে নেতিবাচকতার ছড়াছড়ি মনে হলেও তাঁর নন্দনটা ইতিবাচক। রবিঠাকুরে যে শুশ্রুষার ইতিবাচক নন্দন লক্ষণীয়, জীবনানন্দ দাশের কবিতার শব্দচয়ন ইত্যাদি লক্ষ করলে সেই রবীন্দ্র মূল্যবোধ সত্য শিব সুন্দরকে লঙ্ঘন করে এক আধুনিক যুগের নতুন পাঠপরম্পরার মুখোমুখি হলেও এর মর্মে সেই রবীন্দ্র অনুসারী শুশ্রুষার নন্দনেরই সম্প্রসারণ লক্ষ করি। রূপসী বাংলার প্রাকৃতায়নে সেই আরোগ্য সেই শুশ্রুষাই সংকেতিত।

মঙ্গল কাব্যের উপস্থাপনায় যে উদ্ধৃতির ব্যবস্থাপনা কাব্যে লক্ষিত তাতে একটি রাষ্ট্রকাঠামো ভেঙে পূনর্নবায়ণের যে রাজনৈতিক অন্তর্বয়ণ, সে অন্তর্বয়ণে রূপসী বাংলার উত্তরায়ন মনস্কতাকে বুঝে নিই। লক্ষ্মীন্দরের আপাত মৃত্যু এবং পূনর্জীবন যেমন একটি রাষ্ট্রের ভেঙে নতুন নির্মাণের সঙ্কেত ঠিক তেমনি পুঁজিবাদ আর আধিপত্যবাদী সাহিত্যের বিপরীতে প্রতিসাহিত্য হিসেবে উত্তরাধুনিক চেতনাবিশিষ্ট এই প্রাকৃতায়ন ও রাজনৈতিক এক নতুন উত্তরণ এক পুনর্জীবন। বেহুলা, লহনা খুল্লনা এই লৈঙ্গিক প্রান্তিকবর্গ যেমন উঠে এসেছেন কবির উদ্ধৃতি ব্যবস্থাপনায়, আধিপত্যবাদ আর নিপীড়নের বিরুদ্ধে যেমন বেহুলা এক রাজনৈতিক অবস্থান নেন ঠিক তেমনি কবিও শেকড়ের দহন রোধে প্রান্তিক দেশজ সংস্কৃতি, যাত্রাপালা, চণ্ডীদাস রামপ্রসাদ, চিত্তরঞ্জন লোকসাহিত্যের অনুস্মৃতিতে প্রতিরোধী, প্রতিস্পর্ধী পাঠ প্রস্তুত করেন। কাঁদো নদী কাঁদো-তে যেমন নদী নারীর প্রতীক হয়ে ওঠে ঠিক তেমনি বেহুলার সঙ্গে প্রকৃতির অন্বয়ে প্রকৃতিও নারীর স্বরূপ হয়ে Eco Feminism নারীর দ্বিতীয় লৈঙ্গিক অবস্থানের সঙ্গে প্রকৃতির নিপীড়িত অবস্থানকে এক করে দেখে। যেভাবে নিপীড়িত নারী নদীর ক্রন্দন শুনতে পান ঠিক তেমনি প্রকৃতিও বেহুলার ক্রন্দন শুনতে পান। এভাবে নারী আর প্রকৃতি এক অবতলে এসে দাঁড়ান। তবু যেভাবে পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে রোঁলাবার্ত এর সেই চিহ্ননায়িত সম্পর্কে মন্তব্য যে বহুমাত্রিক চিহ্নায়িত একসঙ্গে সহাবস্থান করে সেই সূত্র ধরেই আমরা দেখি যে বেহুলার এই রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণের সঙ্গে আরও গভীর নিবিড় অনেকার্থের দ্যোতনা।

"— ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে;

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 33
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 292 - 299
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
—তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ
দেখেছিল; বেহুলাও একদিন গাঙুরের জলে ভেলা নিয়ে—
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়—
সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিল হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিল— এক।"

ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায় বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়ে

'কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়' — কথায় চাঁদের প্রভাব এখানে বুঝি চাঁদ সদাগরের প্রভাব এক হয়ে মিশে গেছে নদীরূপী নারীর বহমানতার অনিবার্যতায় সঙ্কেতের সঙ্গে একদিন অমরায় গিয়ে যখন নেচেছিল কথায় জ্যোৎস্নার মরে যাওয়ার অমরায় উত্তরণের ইঙ্গিতও লক্ষণীয়। এই অমরায় উত্তরণের মুহূর্তে প্রকৃতির ভাঁটফুল নদী মাঠের তার পায়ে ঘুঙুরের মতো কান্নায় যেন রতিবিলাপের কথা মনে পড়ে। প্রাকৃত-অপ্রাকৃতের এই দ্বিসংবাদে রতিবিলাপে অনঙ্গ প্রকৃতি জেগে রয় অপ্রাকৃতের পুনর্জীবন বা রেনেসাঁসে। এই রেনেসাঁস রূপসী বাংলায় ভোরের আলোর মূর্খ উচ্ছ্বাসে যেন জাগরণের কথা শোনায় উত্তর আধুনিক চেতনা নিষ্ণাত বাচনের আর বাচনাতিরিক্তের দ্বৈত সংবাদে 'রূপসী বাংলার পাঠ-সংহতি লক্ষ করে আমাদের দৃঢ়তায় জাগে, দিব্য কবিতার মতো এই সনেট-পরম্পরা অতি দ্রুত সৃজনী সংরাগের আকর হয়ে উঠেছিল। এদের প্রকরণেও কোনো জটিলতা নেই বলে এবং বিশিষ্ট ভাবপ্রবাহে 'সৃষ্টিলোকী' হয়েছে বলে এদের তেমন পরিশোধনেরও প্রয়োজন ছিল না। এক্ষেত্রে আবদুল মান্নান সৈয়দ যথার্থ ভেবেছেন, যে 'এইসব কবিতার শিল্পসত্তা অমোঘ ও অপরিবর্তনীয়, আর, জীবনানন্দের অনেক আপাত অসংহত কবিতার মতোই সংহতি এখানে অন্তরাত্মায়। 'রূপসী বাংলা'র সনেট সমুচ্চয়কে আলাদা-আলাদা ভাবে তো বিচার করা যাবেনা, এদের বিচার করতে হবে স্বতন্ত্র ফুল হিসেবে নয়— একটি ফুলমালা হিসেবে, সনেট হিসেবে নয়, সনেট-সিকোয়েন্স হিসেবে। সনেট-সিকোয়েন্সে একক সনেটের স্বয়ম্পূর্ণতা থাকতে পারে না, তার বিষয় ছড়িয়ে যায় অনেকখানি, সেই অনিবারণীয় সনেট-সিকোয়েন্সের শিথিলতা 'রূপসী বাংলা'তে আছে স্বাভাবিক ভাবেই। শেষ পর্যন্ত আমাদের তো বিচার করতে হবে কবিতা হিশেবে 'রূপসী বাংলা' কতোখানি উত্তীর্ণ? ... আমাদের বিবেচনায়, 'রূপসী বাংলা' কবিতা হিসেবে পরোৎকর্ষে পৌঁছেছে। জীবনানন্দের ব্যক্তিগত যে-কবিতা রচনার প্রক্রিয়া— সেটাই কবিতা রচনার একমাত্র প্রক্রিয়া নয়, পৃথিবীর বহুভাষার শ্রেষ্ঠ কবিতা 'খুব তাড়াতাড়ি সৃষ্টিলোকী' হয়ে ওঠা কবিতা, এবং অপরিশোধিত।'[৩]

ছেদ আর জাগরণের দ্বৈতসংবাদকে যেমন বেহুলা লক্ষ্মীন্দরের কাহিনীর উপস্থাপনায় বুঝে নিই ঠিক তেমনি এই দ্বৈতসংবাদে আধুনিক সময়োচিত উপস্থাপনার সঙ্গে ঐতিহ্যের অনুসৃতি আর শব্দশব্দাতীতের অন্তহীন দ্বৈতসংবাদকেও অন্তহীন ঐতিহ্যের অনুস্মৃতিতে কাব্যে রাজনৈতিক অন্তর্বয়ণকে যেমন বুঝে নিই ঠিক তেমনি রবিঠাকুর এ যে গ্রামীণ অর্থনীতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ লক্ষ করি, কবি জীবনানন্দে সে ভাবনারই সম্প্রসারণ লক্ষ করি।

নবান্নে গৃহে গৃহে ফিরে ধান এবং অর্থ সংগ্রহের মধ্য দিয়ে উৎসব উদযাপনের সংস্কৃতি সে সমবায়ী অর্থনীতির দ্যোতনায় গ্রামীণ অর্থনীতির সমবায়ী দিকের তাৎপর্যবাহী।

রবিঠাকুরের শান্তিনিকেতনে বৃত্তিনির্ভর শিক্ষায় যে আত্মনির্ভরতার অর্থনৈতিক স্বরূপ লক্ষ করি কৃষিনির্ভর ও সমবায়ী অর্থনীতির সেই সম্প্রসারণ জীবনানন্দের উদ্ভাসনেও লক্ষনীয়।

হয়তো আকাশে সুদর্শন ওড়ার তাৎপর্যে তুচ্ছাতিতুচ্ছ গোবর পোকার কেন্দ্রে চলে আসার তাৎপর্যে, শঙ্খচীল, শালিক সহ যাবতীয় অনুষঙ্গের কেন্দ্রে চলে আসায় (Sub) প্রান্তিক এর (altern) স্থানবদলের কথা তাৎপর্যবহ। বাংলা সংস্কৃতিতে সুদর্শন ভালো সময় আসার ইঙ্গিত দেয়। রোঁলাবার্ত কথিত সাংস্কৃতিক সঙ্কেত বা Cultural Codification লক্ষনীয়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 33
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 292 - 299
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সাহিত্যিক পর্যালোচনা : "জীবনান্দের আদিকল্পগত জগতে অন্ধকারই আলোর সারাৎসার। 'রূপসী বাংলা'র সমবায়ী পাঠকৃতিতে কোনো একক রচনা গৌন নয়; তবু তাদের মধ্যেও যেন পঞ্চম চতুর্দশপদীটি ("যতদিন বেঁচে আছি আকাশ চলিয়া গেছে কোথায় আকাশে") সবেচেয় বেশি মনোযোগ দাবি করে। এর প্রতিটি অনুপুঙ্খ প্রগাঢ় আদিকল্পের ব্যঞ্জনায় অনেকার্থদ্যোতক। আর, আলাদাভাবে লক্ষণীয় এই ধ্রুবপদ : "যেইখানে সবচেয়ে বেশি রূপ — সবচেয়ে গাঢ় বিষণ্ণতা। যেন এই ধ্রুবপদেরই বিশ্লেষণ ঘটল 'বনলতা সেন' ও 'মহাপৃথিবী'তেও। এলিয়টের শব্দবন্ধ অনুসরণ করে বলা যায়, পরিণতির এই পর্যায়ে জীবনানন্দের আদিকল্পগুলি হযে উঠেছে – 'a raid on the inarticulate'।"[৪]

এখানে শুধু বিষণ্ণতাকে লক্ষ না করে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে যেমন আমরা লক্ষ করেছি বেহুলার উল্লেখে রাজনৈতিক অন্তর্বয়ণকে তেমনি বলতে পারি লোকায়ত দেশজ অনুষঙ্গের উপস্থাপনায় শুধুমাত্র বিষণ্ণতা নয় জুলিয়া ক্রিস্টেভার অন্তর্বয়ণের ধারণাকে সঙ্গে নিয়ে রাজনৈতিক অবচেতনা রূপসী বাঙলায় কীভাবে পরাপাঠ হিসেবে অনিবার্য সেও লক্ষণীয়।

আলোচনার পদ্ধতি ও প্রণালী : প্রস্তাবিত আলোচনায় আমরা গুণগত পদ্ধতি অবলম্বন করেছি। কোনও ক্ষেত্রসমীক্ষা না থাকায় আলোচনায় শুধুমার দ্বিতীয় উৎস অর্থাৎ আকর গ্রন্থ ও সহায়ক গ্রন্থই অবলম্বন করা হয়েছে এবং প্রণালী হিসেবে বিনির্মাণবাদ, আকরণোত্তরবাদ, বায়ো সেন্ট্রিসিজম উত্তর আধুনিকতাবাদ, চিহ্নতত্ত্ব, পরিবেশ নারীবাদ প্রণালী অবলম্বন করা হয়েছে।

জীবনানন্দের রূপসী বাংলার প্রেম প্রকৃতির স্বরূপে অনেক সমালোচকই শরীরকেন্দ্রিকতার প্রসঙ্গ এনেছেন। এ প্রসঙ্গে আমরা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'অবনী বাড়ী আছো' কবিতাটিতে সত্তার যে অপরতার সঙ্গে সংলগ্ন হওয়ার এবং স্বরূপের একটি অংশে অপর বিভাজিত অংশের সঙ্গে অন্বিত হয়ে উত্তরণের যে বার্তা রূপসী বাংলায় দ্বৈতসংবাদে আমরা যে শরীরী অনুষঙ্গ তা অপরতায় এক ব্যক্তিগত চেতনার সঙ্গে সামুহিক অবচেতনার সংযোগকে লক্ষ করে আমরা প্রাকৃতায়নের অনুষঙ্গে এক ইতিবাচক নন্দনের উত্তরণমনস্ক শুশ্রুষাকে লক্ষ করি।

সিদ্ধান্ত : ঋকবেদের দশম মণ্ডলের ৯ নম্বর সূত্রের ২ নম্বর মন্ত্রে বৃক্ষের স্তুতি— শতং বো অম্ব ধাবানি সহস্র মৃত বো রুহ অধা শতক্রু ত্বো যুয় মিমং মে অগদং কৃত। অর্থাৎ— হে জননীস্বরূপা ওষধিগণ, তোমরা মৃত্তিকাতে উৎপন্ন। তোমাদের একশত এমনকী এক সহস্র স্থান আছে। তোমাদের ক্রিয়া শতপ্রকার তোমরা আমার আরোগ্য বিধান করো।

প্রকৃতি বৃক্ষরূপে যে ওষুধি সম্পদকে ধারণ করে আছে, সেই আরোগ্য বিধানের কেন্দ্রায়ত কথা কেন্দ্রাতীত শক্তিতে কীভাবে রূপসী বাংলায় দেহ-মন-চৈতন্যের সঙ্গে সময় ও সমাজ পরিসরে আসন্ন শুশ্রুষার বার্তা শোনালো, সেই কথা লক্ষ করে আমরা দহনয়োধী পরিসরে আপাত যাত্রায় অন্তহীন পরিক্রমার পথে অগ্রসরমান হই।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, স্বপ্না, "তাঁর উপন্যাসের নায়িকা নির্দয়, রাগী ও হৃদয়হীন", জীবনানন্দের নারীকল্প ও অন্যান্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ২১

২. "Which explains how the …" Barth Roland, Elements of Semiology, Translated by Annette Lavers and Colin Smith, Hill and Wang, New York, 1967, p. 47

৩. ভট্টাচার্য, তপোধীর, "রূপসী বাংলার পাঠ-সংহতি লক্ষ করে...", জীবনানন্দ : কবিতার নন্দন, একুশ শতক, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১১১

৪. ভট্টাচার্য, তপোধীর, "জীবনানন্দের আদিকল্পজগত জগতে ...", জীবনানন্দ : কবিতার নন্দন, একুশ শতক, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৫৪